হাতি সমস্যা সমাধানে সমন্বয় বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ হাতির সমস্যা ও সমাধানে এলাকার পুলিশ প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বনদফতরের মেদিনীপুর ডিভিশন দপ্তরে। বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহলের প্রধান সমস্যা হাতি। হাতির জ্বালায় নাজেহাল এলাকাবাসী। প্রায় দিনই কোথাও না কোথাও হাতির হানার ঘটনা ঘটেই চলেছে। হতাহতের পাশাপাশি ক্ষতি হচ্ছে শস্যের। আর এই সমস্যা সমাধানে এবার হাতি অধ্যুষিত এলাকার জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে একটি কো অর্ডিনেশান বৈঠক সারলো বন দফতরের মেদিনীপুর ডিভিশন। ডিএফও অফিসে আয়োজিত এই বৈঠকে হাজির ছিলেন ওয়েস্টার্ন সার্কেলের সিসিএফ শক্তি শঙ্কর দে, মেদিনীপুর বনবিভাগের ডিএফও রবীন্দ্রনাথ সাহা সহ জঙ্গল অধ্যুষিত ৭টি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধি ও বনদপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি তোলেন জনপ্রতিনিধিরা। শক্তিশঙ্করবাবু বলেন, এই এলাকায় আজ প্রায় ৩০ বছর ধরে হাতির আনাগোনা। ফলে তারা বুঝে গেছে এখানে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পাওয়া যায় এবং এই খাবার খেয়েই অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এই এলাকাগুলি ছেড়ে হাতি আর অন্যদিকে যেতে চাইছে না। ময়ূরঝর্ণা হল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জংশন পয়েন্ট। সেই কারণেই ওখানে হাতি আটকে রাখার জন্য প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। ময়ূরঝর্ণাতে যে প্রকল্প তৈরী করা হচ্ছে সেখানকার ভূপ্রকৃতি এখানকার ভূপ্রকৃতি থাকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে এখানে যা চাষ হয় সেখানে তা করা খুব কষ্টসাধ্য। কিন্তু হাতিরা এখানের খাবার যেমন ধান, আলু, কপি ইত্যাদি খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় সেখানকার খাবার খেতে চাইছে না। ফলে ওই এলাকা থেকে বারবার এই দিকেই চলে আসছে। ওই প্রকল্প এলাকায় হাতিদের আটকে রাখতে হলে এখানে যে হাতির খাদ্য সেই খাদ্যের চাষ করতে হবে। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে দু-এক বছরে তা সম্ভব নয়। এই বছর বট, অশ্বত্থ, কলা এবং আঁখ জাতীয় গাছ লাগানো হয়েছে একই সঙ্গে জলের জন্য বড়ো বড়ো পাঁচটি দিঘি খননের কাজ চলছে। তবে দিন যতই যাচ্ছে হাতিরা তাদের খাদ্য এবং এলাকা পরিবর্তন করে চলেছে। তবে হাতির সংখ্যা বাড়লেও হাতির হামলায় মারা যাওয়ার ঘটনা কিছুটা কমেছে বলে জানা গিয়েছে। গত বছর যেখানে হাতির হামলার ৫টি ঘটনা ঘটে এই বছর সেখানে এখনো পর্যন্ত ২টি ঘটনা ঘটেছে। হাতির এই হামলার পরিমাণ কম হওয়ার পিছনে সকল বনকর্মী ও এলাকার মানুষের সহযোগিতার কথা বলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ সাহা বলেন, আমরা তামিলনাড়ু থেকে একধরণের তরল কেমিক্যাল আনার ব্যবস্থা করছি। আগামী ৭-৮ দিনের মধ্যেই চলে আসবে আশা করছি। এই কেমিক্যালটি জমির আল বরাবর স্প্রে করে দেওয়া হবে। দেখা গেছে এর থেকে যে গন্ধ বের হয় তা হাতি সহ্য করতে পারে না। ফলে হাতি সেই স্থান ছেড়ে চলে যায়। আমাদের এই এলাকায় যদি সেই তরলটি কাজে লেগে যায় তাহলে চাষী থেকে বনকর্মী সকলেই অন্তত হাতির ভয় থেকে মুক্তি পাবে। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে পিড়াকাটা, লালগড়, ভাদুতলা, চাঁদড়া এলাকাতে স্প্রে করা হবে। যদি পরীক্ষায় সফল হয় তাহলে সমস্ত হাতিপ্রবণ এলাকায় এই তরল স্প্রে করা হবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তিন টু বনবিভাগের মধ্যে মেদিনীপুর বনবিভাগেই হাতির উপদ্রব সবচেয়ে বেশী। এই বছর প্রায় ১৮০ দিনের মতো এই বন বিভাগে হাতি ঘুরে বেড়িয়েছে। তাই হাতির সমস্যা ও তার সমাধানের জন্যই আজকের এই সমন্বয় বৈঠক। এই বৈঠকে গড়বেতা ১, গড়বেতা ২, শালবনী, লালগড়, মেদিনীপুর সদর, কেশপুর প্রভৃতি ব্লকের প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

নানকারচক পটুয়াপাড়ায় পটচিত্র মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর ঃ পটশিল্পের বিশেষ পারদর্শিতার জন্য রাজ্যস্তরের অনেক পুরস্কার পেয়েছেন চণ্ডীপুরের হরিচক ও নানকারচকের অনেক পটচিত্র শিল্পী। এই কারণে ছোট দুটি গ্রাম বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু শিল্পীদের অভাব অনটন নিত্য সঙ্গী। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এখন অনেকটাই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে এনাদের। এই শিল্পের আরও উন্নতির লক্ষ্যে তিন দিনের পটচিত্রের মেলা শুরু হয়েছে শুক্রবার। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক এদিন সন্ধ্যায় নানকারচক পটুয়া পাড়ায় এই মেলার উদ্বোধন করেন। এদিন মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রশ্মি কমল, চণ্ডীপুরের বিধায়ক অমিয় কান্তি ভট্টাচার্য, অপর্ণা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সম্পদকর্মীদের স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ শনিবার বেলা ২টার সময় চন্দ্রকোনা ১নং ব্লকের গ্রাম সম্পদ কর্মীরা তাদের ৬০ বছর পর্যন্ত কর্মনিশ্চয়তা, প্রতি মাসে ন্যূনতম ২২ দিন কাজ, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বীমার আওতায় আনা, সরকারি বিভিন্ন কাজে সংযুক্তিকরণসহ একাধিক দাবিতে চন্দ্রকোনা ১ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিককে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এদিন প্রায় চন্দ্রকোনা ব্লকের ১০০ জন গ্রাম সম্পদ কর্মীরা ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, শ্লোগান সহ মিছিল শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিককের কার্যালয়ে এসে মিছিল থামে।

উল্টে গেল ধানবোঝাই লরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল ধান বোঝাই লরি। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা শহরে। শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে এগরা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বোসপাড়ার বাসিন্দা ও ধান ব্যবসায়ী তাপস মাইতির গোডাউন থেকে দশ চাকার লরিতে করে প্রায় ২০ টন ধান বিক্রির জন্য বর্ধমানের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিল। হঠাৎ এগরা শহরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি উল্টে যায়। লরির চালক ও খালাসি পলাতক। এই দুর্ঘটনায় কেউই হতাহত হয়নি। তবে এ নিয়ে থানায় কোন লিখিত অভিযোগ হয়নি।

আন্তঃরাজ্য হাডুডু প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ এগরা ১ ব্লকের আরবিসি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমদেই ইয়ং স্টার ক্লাবের উদ্যোগে আন্তরাজ্য হাডুডু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এদিন আমদেই জুনিয়ার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে দিবারাত্রি নকআউট হাডুডু প্রতিযোগিতা চলে। এই আন্তরাজ্য হাডুডু প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আফতার খান। ক্লাবের সম্পাদক সেখ মাবুদ হোসেন বলেন, সব ধরণের খেলা আমরা সচরাচর দেখতে পাই। কিন্তু হাডুডু খেলা যেন ব্যতিক্রমী। তাই এই চিন্তাভাবনাকে মাথায় রেখে আমরা কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই ক্লাবের পক্ষ থেকে হাডুডু খেলার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিই। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা সম্পন্ন খেলোয়াড়রা হাডুডু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন ১৬টা টিম অংশ নেয়।

ক্লাবের সভাপতি কায়েস খান বলেন, বিজয়ী দলকে প্রথম পুরস্কার হিসেবে হিরো স্পেলেন্ডার বাইক এবং বিজিত দলকে দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে বাজাজ প্লাটিনা বাইক-সহ কাপ তুলে দেওয়া হয়। এদিন দিবারাত্রি আন্তঃরাজ্য হাডুডু খেলা দেখার জন্য আমাদেই জুনিয়ার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রায় হাজার দশেক ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক ভিড় জমান।

ভগিনী নিবেদিতা জন্ম সার্ধ শতবর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না থানার চরবা গ্রামে অবস্থিত নিবেদিতা শিশু শিক্ষা নিকেতন নামক নার্সারী স্কুলে পালন করা হল ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধ শতবর্ষ। শনিবার স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ সাহাজান আলি ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক সিদ্ধার্থ বাহুবলিন্দ্র সহ বিশিষ্টরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতনু মাইতি জানান, ভগিনী নিবেদিতা জন্ম সার্ধ শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা দিন ব্যাপী নাচ, গান, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক অনুষ্ঠিত হয়। তাই জীবনী নিয়ে বক্তব্য পরিবেশন করেন অতিথিরা।

আদর্শ বিদ্যাপিঠের ডেঙ্গু সচেতনতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি আদর্শ বিদ্যাপীঠের এনএসএস বিভাগের উদ্যোগে শুক্রবার ডেঙ্গু সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান করা হল। খেজুরি ২নং ব্লকের জনকা, বিদ্যাপীঠ, চালতাতালিয়া, দামোদরচক সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করা হয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, এর পাশাপাশি বাড়ির আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। এদিন এই সচেতনতা অভিযানে খেজুরি আদর্শ বিদ্যাপীঠের এনএসএস বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রী এই প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করে। মানবিকতা বিকাশের পরম লক্ষ্যে ও সামাজিক সেবার কাজে নিয়োজিত হতে আমাদের এই উদ্যোগ বলেন, বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট। ছাত্রছাত্রীদের ডেঙ্গু রোগ ও তার প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করার সাথে সাথে, ঝোপঝাড় পরিষ্কার ও ডিডিটি ছড়ায় অভিযানকারীরা। এদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করে ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, সামাজিকদায়বদ্ধতা ও মানবিকতা বিকাশের লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের এই উদ্যোগে সামিল করা, ওরাই তো ভবিষ্যতের কাণ্ডারি তাই ওদের নিয়ে এই অভিযান বলে বলেন প্রধান শিক্ষক।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির হলদিয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ জনশিক্ষণ সংস্থানের উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির চলছে হলদিয়াতে। সারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ৪১টি ব্যাচে ১৩টি স্টিমে কোর্স প্রশিক্ষণ চলছে। ভারত সরকারের অনুমোদিত এই কোর্স। কোর্সে রয়েছে, কাটিং, টেলারিং অ্যান্ড ড্রেসমেকিং, লেদার জুট, বিউটি পার্লার, পাট ও জরির কাজ, জুয়েলারি শিল্প, ফ্রেবরিক পেন্টিং ইত্যাদি। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ থেকে ৬ মাস। জনশিক্ষণ সংস্থান সর্বভারতীয় স্তরের বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান। ৮টি এই ধরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে পশ্চিমবাংলায়। ২০০০ সালে হলদিয়া সার্ভিস সোসাইটির উদ্যোগে তৎকালীন সাংসদ, লক্ষ্মণ শেঠের প্রচেষ্টায় এই জনশিক্ষণ সংস্থান সংস্থা গড়ে ওঠে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে অন্যতম এই প্রতিষ্ঠান। জনশিক্ষণ সংস্থার মূল উদ্দেশ্য সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। নবস্বাক্ষর, স্কুলছুট, তপশিলী জাতি, উপজাতি শ্রেণির মানুষদের প্রশিক্ষণে সর্বাধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। এরপর প্রশিক্ষিতদের দক্ষতা যাচাই করে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। সংস্থার চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিধায়ক, নিত্যানন্দ বেরা সম্প্রতি জেলার সমস্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখে খুবই খুশি। তিনি বলেছেন, প্রশিক্ষণরতরা এই প্রশিক্ষণ নিতে পেরে খুবই খুশি। আগামী দিনে এই প্রশিক্ষণের কাজ যাতে জেলাগুলোতে ভালোভাবে চলে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। কারণ, আমরা নিশ্চিত এই প্রশিক্ষণ পেয়ে প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান শিক্ষক তপন ব্যানার্জী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি ঘুরে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণরতদের তৎপরতা দেখে খুবই খুশি। তিনি বলেছেন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন উৎপাদিত ও প্রস্তুতকারী জিনিস বিক্রি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা উপার্জন করছেন। সংস্থার কাজ পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন সংস্থার অধিকর্তা শম্ভুনাথ সিংহ এবং বিভিন্ন কোর্স কো-অর্ডিনেটরগণ সুকান্ত ব্যানার্জী। সৌজুতি জানা, শুকদেব চাটার্জী, সুষমা পণ্ডিত, শশাঙ্ক শেখর মাইতি প্রমুখ।